গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা
www.mor.gov.bd

নং-৫৪.০০.০০০০.০১৯.০৬.০০৭.২২- ৫৬

তারিখঃ ০৪ চৈত্র, ১৪৩০ / ১৮ মার্চ, ২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) বিষয়ে **মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়**-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৮/০৩/২০২৪

(মো: ফরহাদ মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০২৩৮
pln2@mor.gov.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি/কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা [দৃ.আ. পরিচালক-৫]
২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ.যুগ্ম-প্রধান, ভৌত অনুবিভাগ]
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ.আ: যুগ্মসচিব,বাজেট -৫]
৪. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ. অতিরিক্ত সচিব, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি অনুবিভাগ]
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ.মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২]
৭. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ. যুগ্মপ্রধান, রেল পরিবহণ উইং]
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব (সকল) রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১১. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১২. সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১৩. মহাব্যবস্থাপক/পশ্চিম, রাজশাহী ও মহাব্যবস্থাপক/পূর্ব, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৪. প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১৫. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১৬. উপসচিব (পরিকল্পনা-১/৩, উন্নয়ন-১/২/৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১৭. অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা
১৮. প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে
১৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা [কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২০. অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা।
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৯.০২.২০২৪ (সকাল ১১:৩০ টায়)
স্থান	:	রেল ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৮২৫, ৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা ও অনলাইন জুম প্লাটফর্ম।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট-'ক'**তে সংযুক্ত।

২.০ উপস্থাপনা

সভাপতি উপস্থিত ও জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৮ (আটাশ)টি প্রকল্পের জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরার জন্য অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানান।

২.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় এজেন্ডা অনুযায়ী উপস্থাপনার শুরুতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৮ (আটাশ)টি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিম্নরূপে তুলে ধরেনঃ

(কোটি টাকা)

বিবরণ	এডিপি বরাদ্দ	জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত জাতীয় অগ্রগতির শতকরা হার
জিওবি	৪৪৪০.১৭	১২০৯.৫২	২৭.২৪%	-
প্রকল্প ঋণ	১০৪৫৬.০৮	৩৯০৪.২৮	৩৭.৩৪%	-
মোট	১৪৮৯৬.২৫	৫১১৩.৮১	৩৪.৩৩%	২৭.১১ %

৩.০ আলোচনা

এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৪টি প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণের বক্তব্য আহবান করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম:	প্রকল্পের নাম: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত)।
০১	আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৯.২২% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৮.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ঋণ চুক্তির মেয়াদ মে, ২০২৬ এ শেষ হয়ে যাবে ও ঋণচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে ইআরডি-এর মাধ্যমে পত্র দেওয়া হয়েছে। এখনও Exim Bank, China এর সম্মতি পাওয়া যায়নি। Variation অনুমোদন না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে ঠিকাদারের কাজের অগ্রগতি লক্ষমাত্রার তুলনায় কম। চলতি অর্থবছরে প্রকল্প ঋণ বরাদ্দের (৩৫০০ কোটি টাকা) বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯৫৬.৬৬ কোটি টাকা (২৭.৩৩%)। অর্থবছরের বাকী ০৪(চার) মাস সময়ে বরাদ্দের অবশিষ্ট অর্থ (৩৫০০-৯৫৬.৬৬) কোটি টাকা বা ২৫৪৩.৩৪ কোটি টাকা। বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কাজের অগগ্রতি বিবেচনা করে বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্প ঋণ হতে ৭০০ কোটি টাকা হ্রাস করে আরএডিপিতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক বলেন, চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় সমন্বয়ের বিষয়ে Exim Bank, China হতে সম্মতি পাওয়া যায়নি। এ কারণে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা যায়নি। বিল না পাওয়ায় ঠিকাদারের কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। তাছাড়া, মে ২০২৪ এ Loan Availabilty Period শেষ হবে। এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানানো হলেও অদ্যাবধি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া

	যায়নি। Loan Availabilty Period বৃদ্ধি না করা হলে সেক্ষেত্রে জিওবি অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের Scope বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সময়মত কাজ শেষ করার জন্য চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় এবং ব্যয়ের ব্যাপারে Exim Bank, China এর সম্মতি গ্রহণ; Loan Availabilty Period বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভায় ঐকমত্য হয়। সিদ্ধান্ত: (ক) অতিরিক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ব্যয় সমন্বয় এবং ব্যয়ের বিষয়ে Exim Bank, China এর সম্মতি গ্রহণের বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) সময়মত প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য ঠিকাদারকে পত্র দিতে হবে; (খ) Loan Availabilty Period বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি ও Exim Bank, China এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; (গ) প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০২	প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৫৮.৯০% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৮.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের ৫০টি পিয়ারের মধ্যে ৪৯টি পিয়ার সম্পন্ন হয়েছে, সুপারস্ট্রাকচার ৪৯ টির মধ্যে ৩৭টি সম্পন্ন হয়েছে, ব্রীজ, ট্রাক নির্মাণসহ প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক। এছাড়া, রেল ট্র্যাক নির্মাণ সংক্রান্ত আমদানীকৃত কিছু মালামাল পোর্ট থেকে এ অর্থবছরে খালাস করা সম্ভব হবে না বিধায় কিছু বিল আগামী অর্থবছরের আগস্ট/২০২৪ এ পরিশোধ করা হবে; Schedule অনুযায়ী SPSP ফাউন্ডেশনের আনুষঙ্গিক কাজ বাকি থাকায় উক্ত কাজের কিছু বিল আগামী অর্থবছরের শুরুর দিকে পরিশোধ করা হবে। নদী শাসনের জন্য Hard Rock Laying এর কাজ নির্ধারিত Work Schedule হতে কিছুটা পিছিয়ে থাকায় অবশিষ্ট কাজ আগামী শুষ্ক মৌসুমে (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, ২০২৪) করা হবে। Index এর ভিত্তি বছর পুনর্নির্ধারিত হওয়ায় Price Adjustment বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের Calculation প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ এ অর্থবছরে ব্যয় হবে না। তাছাড়া, ৬টি বিষয় Dispute বোর্ডের বিবেচনাধীন রয়েছে, এগুলির সিদ্ধান্ত জুন, ২০২৪ এর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এ সকল কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি'তে ৬০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে উল্লিখিত সকল কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে সম্পন্ন করে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সিদ্ধান্ত: (ক) সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডিসেম্বর, ২০২৪ এ ব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০৩	প্রকল্পের নাম: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ। (১ম সংশোধিত) আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৪৬.৯৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৩.০০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কাজ জুন, ২০২৪ এর মধ্যেই সম্পন্ন হবে। কিন্তু আমাদের চুক্তি অনুযায়ী এক বছর Defect Liability Period রয়েছে। প্রকল্পটির উপর ২২.০২.২০২৪ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২৪ হতে ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, মায়ানমার অংশে রেল লাইন না থাকায় বা নির্মাণের সম্ভাবনা না থাকায় এ অংশে রেল লাইন নির্মাণ অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হওয়ায় এডিবি এ অংশের অর্থ ছাড় না করায় রামু থেকে ঘুনধুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ অংশটি প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে প্রকল্পের Scope পরিবর্তন করে প্রকল্প সংশোধন প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হবে না বিধায় প্রকল্পটি সংশোধন করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত: (ক) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) প্রকল্পের নাম ঠিক রেখে রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুনধুম পর্যন্ত অংশের Scope বাদ দিয়ে প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪	প্রকল্পের নাম: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৩৫.৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭.৫০%। প্রকল্পটি ০৪ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে এবং ১ম সংশোধনীতেও চার বছর মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এপ্রিল, ২০২৩ মাসে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে এবং নভেম্বর, ২০২৩ মাসে বিড ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের ওয়ার্কস প্যাকেজ WD-1 এর অসমাপ্ত কাজ এবং নতুন প্যাকেজ WD-3 একত্রীকরণ করে ০৮.০২.২০২৪ তারিখে নতুন দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং দাখিলকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ওয়ার্কপ্লান দেওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত: (ক) WD-3 প্যাকেজের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে; (খ) মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এপ্রিল, ২০২৪ এ কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে; (গ) আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০৫	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ০.০২% ও ভৌত অগ্রগতি ০.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের বিপরীতে ২০০টি বিজি ক্যারেজ সংগ্রহের নিমিত্ত আহ্বানকৃত দরপত্র চূড়ান্তকরণের জন্য ক্রয় প্রস্তাব ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে (CCGP) প্রেরণ করা হয়েছে। CCGP কর্তৃক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট সরববরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তিনি আরো বলেন, ঋণ চুক্তি অনুযায়ী বরাদ্দ RPA হবে, যা ভুলক্রমে DPA হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। তবে এ পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত: Mode of Financing DPA এর পরিবর্তে RPA হিসেবে অর্থ ব্যয়ের অনুমতির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০৬	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ টি মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ০.১২% ও ভৌত অগ্রগতি ০.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'তে চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'র ৩৪তম সভায় ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন না হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ও CRRC Sifang Co. Ltd., China এর মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল এবং বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিলের পরে বিকল্প অর্থায়নের উৎসের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে নতুনভাবে অর্থায়নের জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৬.১১.২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি ভারতীয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ইআরডি কর্তৃক ভারতীয় হাই কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, ঠিকাদার পূর্বের রেটে ক্যারেজ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক হলে বর্তমান দামের অর্ধেক দামে কাজটি করা যাবে। তিনি আরো বলেন, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা যাচাই করা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত: (ক) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পূর্বের রেটে ক্যারেজ সরবরাহের প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত/ অনুমতির ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে; খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৭	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক অপারেশন উন্নয়ন (রোলিং স্টক সংগ্রহ)। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৫১.১৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৮.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির ০৪টি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ এর আওতায় ৪০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ এর মধ্যে ৪০টি, প্যাকেজ-২ এর আওতায় ৭৫টি মিটারগেজ লাগেজ ভ্যানের মধ্যে ৭৫টি, প্যাকেজ-৩ এর আওতায় ৫০টি ব্রডগেজ লাগেজ ভ্যানের মধ্যে ২৮টি, প্যাকেজ-৪ এর আওতায় ৫৮০টি মিটারগেজ ওয়াগন এর মধ্যে ৫১৬টি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, প্যাকেজ-৫ পুন:টেন্ডার হওয়ার ফলে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে চুক্তি হয়েছে। চুক্তির ১২ মাস পর থেকে ডেলিভারির সময় নির্ধারিত থাকায় বর্তমানে ওয়াগনসমূহ সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরবরাহ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটির অনুকূলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। সিদ্ধান্ত: (ক) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; (খ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০৮	প্রকল্পের নাম: আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর (১ম সংশোধিত)। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৮.৫২% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৭৩%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। সিদ্ধান্ত: নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
০৯	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯২.১৮% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৮.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী কোচের মধ্যে ০৩টি Bullet Proof Coach অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসএসএফ কর্তৃক উক্ত কোচ সংযোজনের প্রয়োজন নেই মর্মে মতামত দেয়ার পর অতিরিক্ত ৩৫টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ ডিপিপি 'র ১ম সংশোধনী পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের ১ম সংশোধনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১০	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণ সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৬.৮১% ও ভৌত অগ্রগতি ৩১.০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, কোভিড পরিস্থিতির কারণে অধিকতর প্রতিযোগিতার স্বার্থে EOI ও RFP দাখিলের সময় সম্ভাব্য পরামর্শকদের অনুরোধে কয়েকবার বৃদ্ধির ফলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ০১ বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। ইতোমধ্যে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১১	প্রকল্পের নাম: মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৪৫.৪১% ও ভৌত অগ্রগতি ৪৭.৭৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের দুইটি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ WD-1(ট্র্যাক নির্মাণ) এর বিপরীতে ৩০৮২.০০ মেট্রিক টন রেল সরবরাহ করা হয়েছে, এমব্যাংকমেন্ট, PSC Sleeper সরবরাহ ও Ballast সরবরাহ চলমান। প্যাকেজ WD-2 (সেতু নির্মাণ) এর পাইলিং, পিয়ার, গার্ডার নির্মাণসহ ও নদী শাসনের কাজ চলমান। ২ টি নতুন স্টেশন নির্মাণের (কামারখালী ও মাগুরা) কাজ চলমান, ২৭টি মাইনর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (১৪টি সম্পন্ন, ১৩টির কাজ চলমান) কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, স্টীল গার্ডার এর ডিজাইনের বিষয়ে বুয়েটের মতামত সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাগুরা অংশে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত পরিশোধ করে জমি বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্ষার আগেই ব্রীজের পাইল ক্যাপ বসানোর কাজ শুরু করা হবে। বর্ষা মৌসুমে প্রকল্পের কাজের যেন বিঘ্ন না ঘটে সেভাবে Work Plan তৈরি করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় সভাপতি এ প্রকল্পের উপর পৃথক সভা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতা নিরসনে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা করা যেতে পারে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১২	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৩.৮১% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। জনবল নিয়োগ না হলে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন করতে হবে। সিদ্ধান্ত: জুন, ২০২৪ এর মধ্যে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৩	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯২.৩০% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। জনবল নিয়োগ না হলে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন করতে হবে। সিদ্ধান্ত: জুন, ২০২৪ এর মধ্যে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৪	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেল লাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর। আলোচনা: জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ০.০০% ও ভৌত অগ্রগতি ০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থায়ন নিশ্চিত না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি। সভায় প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি হতে বাদ দেওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। সিদ্ধান্ত: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি হতে বাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ: রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০ সার্বিক আলোচনা

পরিশেষে সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকার রেল সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করার কারণে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগপোযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রত্যেক জেলার সাথে এবং পোর্টগুলির সাথে রেল সংযোগ, সিংগেল রেললাইনকে ডাবল রেললাইনে, মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলগেজ লাইনে রূপান্তর, ইলেকট্রিক ট্রাকশনসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী অর্থবছরে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সমস্যা হওয়া ছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে। তিনি আরও বলেন যে, কতিপয় কর্মকান্ড যেমন, ঘন ঘন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের সংশোধন,

বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত না হওয়ায় অযথা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকল্প চলমান রাখা, LoC প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব, ক্রয় কার্যক্রমে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরীখে এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দের প্রস্তাব করতে হবে এবং কাজের গুণগত মান বজায় রেখে বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ব্যয় করতে হবে;

(২) ক্রয় কার্যক্রমে বিলম্ব, প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংশোধন যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

(৩) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধন প্রয়োজন এখনও প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সেসকল প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(৪) আরএডিপিতে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে;

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৫/০৩/২৪

(মোঃ জিল্লুল হাকিম, এম.পি)
মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়